দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

28

শিক্ষাঙ্গন

সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা

আদর্শিকতা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য আজকের বিশ্বে যে শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা-ই সেক্যুলার তথা ধর্মনিরপেক্ষ বা নৈতিকতা নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা আদর্শিক হবে কিংবা আদৌ আদর্শিক হবে কি-না তা নির্ভর করে কোন জাতি কিংবা ব্যক্তিকে কোন লক্ষ্যে শিক্ষা দেয়া হবে তার উপর। যারা মানুষের আত্মিক বিকাশকে প্রশ্রয় দেয় না— মানুষকে বানরের উন্নত সংস্করণ মনে করে এবং দেহগত চাহিদা পূরণকে প্রাধান্য দেয় তারা সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষপাতী। বস্তুত জীবন সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এরা সেক্যুলার শিক্ষাকে বেছে নেয়।

সীমিত হলেও মানুষ স্বাধীন জীব। মানবীয় এবং পাশবিক— এ দু'টো জন্মগত স্বভাব তার মধ্যে রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে পাশবিকতাকে দমন করে রাখতে পারে ততক্ষণ তার মধ্যে মানবিক গুণাবলী বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু যদি তার মধ্যে পাশবিকতা প্রাধান্য লাভ করে তখন তার মানবিক গুণাবলী হয় পরাজিত— সে তখন পশুত্বের পর্যায়ে নেমে পড়ে। একটা রজ্জুমুক্ত গৃহপালিত পশু যেমন তার প্রভুর সাজানো বাগান নষ্ট করতে দ্বিধান্বিত হয় না, ঠিক তেমনিভাবে নৈতিকতার রজ্জুমুক্ত হতে পারলে মানুষ এ বিশ্বের সাজানো শান্তি বিনষ্ট করতে দ্বিধান্বিত হয় না।

এখন প্রশ্ন, জীবন সম্বন্ধে মানুষ কেন এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এর মূল কারণ হল ধর্ম, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের আপত্তি রয়েছে। যদি বিশ্বকে স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে মেনে নেয়া হয় তাহলে একথা স্বীকার করতে হবে যে, স্রষ্টা মানুষকে নিশ্চয়ই কোন না কোন উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাকে স্রষ্টা প্রবর্তিত বিধি বিধান তথা ধর্মকে মেনে নিতে হবে। সে তখন বাঁধা পড়বে নৈতিকতার বন্ধনে। বস্তুত এ ভয়ের (?) কারণে এক শ্রেণীর মানুষ ধর্ম, স্রষ্টা ও বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে আপত্তি তুলে থাকেন। এ সত্যটি একজন বিজ্ঞানী অকপটে স্বীকার করেছেন— If man is created, then this implies he nas created for a purpose. Which in turn is suggestive of man's responsibility to his maker.

—(Donald W. Pathen: The Biblical Flood and Ice Epoch)

অন্য একজন নিরপেক্ষবাদী তাদের পক্ষ থেকে নৈতিকতার বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করেছেন এভাবে: We objected to the maorality because it interfered with our sexual freedom. অর্থাৎ নৈতিক বাধা-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করার মোহে মানুষ সেক্যুলার পদ্ধতিকে তাদের জীবনের জন্য বেছে নিয়েছে। এ হল সেক্যুলার জীবনব্যবস্থার গোড়ার কথা।

আর এ কারণে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে মানুষকে নৈতিক জীব হিসেবে মেনে নেয়া হয় না। মানুষের আত্মিক চাহিদাকে অবদমিত করে মানুষের দৈহিক চাহিদাকে জাগ্রত করা হয় এখানে। ফলে মানুষের দেহ আজ একটা মেশিনে রূপান্তরিত হয়েছে। দৈহিক সুখ-দুঃখকে জীবনের সফলতা ও বিফলতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেয়া হয়। অপরদিকে নৈতিকতা বা আদর্শিকতাকে বর্জন করার কারণে মানুষের চরিত্রে পশুত্বের বিনাশী শক্তি শিকড় গেড়ে বসে দৃঢ়ভাবে। যেহেতু সে পরকাল, স্রষ্টা কিংবা মৃত্যু পরবর্তী হিসেব-নিকেশকে অবিশ্বাস করে সেজন্য তার মধ্যে উচ্চতর কোন শক্তির নিকট কৃতকর্মের জবাবদিহির অনুভূতি অনুপস্থিত।

একারণে তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা প্রাধান্য পেতে থাকে এবং 'জোড় যার মুল্লুক তার' নীতি গ্রহণ করে বসে। ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে আগ্রাসন আজ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মানুষ যে আণবিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছে তা আজ আণবিক বোমা, পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা, মিসাইল, এন্টি বালাস্টিক মিসাইল হয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে সভ্যতার চারণক্ষেত্র। নৈতিকতার স্থান দখল করেছে অনৈতিকতা, সভ্যতা বিনষ্ট হচ্ছে অসভ্যতা আর বর্বরতার রাহুগ্রাসে। বস্তুবাদী চেতনায় লালিত আদর্শহীন সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব পরিণতি ও ব্যর্থতার ধ্বংসাত্মক প্রভাবের ছবি এঁকেছেন একজন ফরাসী বিজ্ঞানী De Broglie : "The danger inherent in too intense a material civilization, to sum up, is not that civilization itself ! It is the disequlibrium which would result if a parallel development of the spiritual life were to fail to provide the needed balance." (Mather and light)

অর্থাৎ, মোট কথা হল, অতিমাত্রায় বস্তুবাদী সভ্যতার স্বাভাবিক বিপদ কেবলমাত্র ঐ সভ্যতাই নয়, বরং এর ফলে সৃষ্ট ভারসাম্যের অভাব যা আধ্যাত্মিক জীবনে অনুরূপ ও তুলনীয় অগ্রগতির মাধ্যমে অতিপ্রয়োজনীয় ভারসাম্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পাশ্চাত্যের সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমাদের সামনে এ বিভৎস চিত্রই ভেসে উঠে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে। সভ্যতার ঠুনকো আবরণের ভেতর সেখানে অপরাধ প্রবণতা, যৌন স্বেচ্ছাচারিতা, সংশয়বোধ, আত্মহত্যা, হতাশা ইত্যাদি সামাজিক ব্যধি যুব চরিত্রকে নষ্ট করে দিচ্ছ। শিক্ষায় নৈতিকতাকে বর্জনের কারণে এটা একটা অনিবার্য পরিণতি তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে ধর্ম ও নৈতিকতা বর্জন করলে মানবীয় চরিত্র যে কলুষিত হতে বাধ্য তা একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ Stanly Hall এভাবে বর্ণনা করেছেন: "If teach your children the three Rs (reading, writing, arithemetic) and leave the fourth R (Religion), you will get a fifth R (rascality)— অর্থাৎ তুমি যদি সন্তানদের reading, writing, arithmatic এই তিনটি R শেখাও এবং চতুর্থ R (religion) বাদ দাও তাহলে তুমি পাবে পঞ্চম R বা rascality— বদমায়েশি।"

এতক্ষণের আলোচনা থেকে স্পস্ট যে, দেহমন ও আত্মার বিকাশে (Education is the harmonious develoment of body mind and soul –Milton) তথা শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও আদর্শের গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এর অভাবে শিক্ষায় নেমে আসে ব্যর্থতা ও বিপর্যয়। শিক্ষার্থীর মাঝে অনৈতিকতা ও আদর্শহীনতার প্রভাবে ব্যক্তি চরিত্র হয় কলংকিত, সমাজ দেহ হয় কলুষিত সর্বোপরি সামাজিক প্রগতি ও শান্তি হয় ব্যাহত।

—মুহাম্মদ সানোয়ার আল জাহান